রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবর ১১, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৬ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/১১ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ০২ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৩ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/০৮ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ০২, ২০১৫

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন এবং জারী করিলেন:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঞ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ঠ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঠ) ''তদন্তকারী সংস্থা'' অর্থ এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে,—

(অ) দফা (শ) এ বর্ণিত আইনে 'সম্পৃক্ত অপরাধ' তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারী সংস্থা:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল সম্পৃক্ত অপরাধ বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক তদন্তযোগ্য তাহা বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (criminal investigation department) কর্তৃক তদন্ত করিতে হইবে;

(আ) সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত এক বা একাধিক তদন্তকারী সংস্থা;";

(গ) দফা (ভ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ভ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(ভ) ''রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার'' অর্থ—

(অ) রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী; অথবা

(আ) রিয়েল এস্টেট এজেন্ট যাহারা জমি, আবাসিক বা বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্ল্যাট ইত্যাদি নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত;";

(ঘ) দফা (শ) এর—

(অ) উপ-দফা (১৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (১৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

''(১৬) মানব পাচার বা কোন ব্যক্তিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া কোন অর্থ বা মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করা বা করিবার চেষ্টা;'';

(আ) উপ-দফা (২৮) এর "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর "এই আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলি ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে।

৪। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বিবেচনায় অতিরিক্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে যথা:—

‘‘(৪) কোন সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে ধারা ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, অর্থদণ্ড প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সত্তা আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত সময়সীমার মধ্যে অর্থদণ্ড পরিশোধে ব্যর্থ হইলে আদালত অপরিশোধিত অর্থদণ্ডের পরিমাণ বিবেচনায় সত্তার মালিক, চেয়ারম্যান বা পরিচালক যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

৫। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

‘‘৯। **অপরাধের তদন্ত ও বিচার।**—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ ধারা ২(ঠ) তে উল্লিখিত তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে গঠিত একাধিক তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে যৌথ তদন্তকারী দল কর্তৃক তদন্ত করা যাইবে।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের নিমিত্ত তদন্ত কর্মকর্তা এই আইনের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) তদন্তকারী সংস্থা এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবহিত করিতে পারিবে।"।

৬। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "দুর্নীতি দমন কমিশনের" শব্দগুলির পূর্বে "সরকার অথবা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত সম্পন্ন করিবার পর, ক্ষেত্রমত, সরকার বা দুর্নীতি দমন কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করিতে হইবে।"।

৭। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(১) তদন্তকারী সংস্থার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মানিলন্ডারিং অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি বা অপরাধলব্ধ আয় বা সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মানিলন্ডারিং অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি, অপরাধলব্ধ আয়, অর্থ বা সম্পত্তি চিহ্নিত করা সম্ভব না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অন্য অর্থ বা সম্পত্তি হইতে সমমূল্যের অর্থ বা সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর "দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা" শব্দগুলির পরিবর্তে "তদন্তকারী কোন সংস্থা কর্তৃক" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৮। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর—

(ক) উপান্তটিকায় উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (ক) এর "লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি" শব্দগুলির পর "ও অন্য কোন মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি" শব্দগুলি, "পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে" শব্দগুলির পর "প্রয়োজনীয়" শব্দটি, "ডাটা" শব্দটির পরিবর্তে "তথ্য-উপাত্ত" শব্দটি এবং "ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট" শব্দগুলি ও কমার পর "তদন্তকারী সংস্থা বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(খ) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;";

(ঈ) দফা (গ) এর "হিসাবে জমা হইয়াছে" শব্দগুলির পর "বা কোন হিসাবের অর্থ কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতে পারে" শব্দগুলি এবং "স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার" শব্দগুলির পর "জন্য উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বার নির্দেশ প্রদান করা যাইবে" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(উ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঙ) প্রয়োজনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;";

(ঊ) দফা (চ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(এ) দফা (ছ) এর "উদ্দেশ্য পূরণকল্পে" শব্দগুলির পর "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম তদারকিসহ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২), (৩), (৪), (৫), (৬) ও (৮) এর "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৭) এ প্রথমবার উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি এবং দ্বিতীয়বার উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বাংলাদেশ ব্যাংক-কে অবহিত করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৃতীয়বার উল্লিখিত "বাংলাদেশ ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৭ক) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্তে কোন তদন্তকারী সংস্থা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের হিসাব সংক্রান্ত দলিল ও তথ্যাদি উপযুক্ত আদালতের আদেশক্রমে অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে।"।

৯। **২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit) নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকিবে, যাহার—

(ক) একটি পৃথক সীল মোহর ও লেটার হেড প্যাড থাকিবে;

(খ) একটি স্বতন্ত্র কার্যালয় বাংলাদেশ ব্যাংকে অবস্থিত হইবে;

(গ) কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় অফিস স্থান, লোকবল, তহবিল, প্রশাসনিক সুবিধাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সরবরাহ করিবে;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদার একজন সার্বক্ষণিক প্রধান কর্মকর্তা থাকিবে, যিনি সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এর নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী সরকার কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন;

(ঙ) প্রধান কর্মকর্তা যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়ে গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন;

(চ) প্রধান কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা এবং নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন;

(ছ) প্রধান কর্মকর্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক উহাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকতা ও কর্মচারী পদায়ন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হইতে প্রেষণে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতে পারিবে; এবং

(জ) প্রধান কর্মকর্তার চাহিদার প্রেক্ষিতে উহাতে চুক্তিভিত্তিক পরামর্শক নিয়োগ করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা প্রয়োজন মাফিক স্ব-উদ্যোগে সরকারি অন্য কোন সংস্থাকে সরবরাহ করিতে পারিবে।"।

১০। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "দায়-দায়িত্ব" শব্দগুলির পরিবর্তে "দায়-দায়িত্বসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়-দায়িত্ব" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (খ) এর "হিসাবের" শব্দটির পূর্বে "হিসাব ও" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দফা (গ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঈ) দফা (ঘ) এর "বাংলাদেশ ব্যাংকে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৪), (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৪) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের বিদ্যমান তদারকি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালন নিশ্চিত করিবে এবং উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালনে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ব্যর্থতার দায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের উপরও বর্তাইবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার উপ-ধারা (১) এর বিধানসহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিধান লংঘন করিলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপে গৃহীত ব্যবস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবিলম্বে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের তদারকি কার্যক্রম বা অন্য কোনভাবে এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অবহিত হইলে বা চিহ্নিত করিলে অবিলম্বে তাহা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে অবহিত করিবে।"।

১১। ২০১২ সনের ৫নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর "বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা ইহার" শব্দগুলি এবং "দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশনের" শব্দগুলির পরিবর্তে "তদন্তকারী সংস্থা বা ইহার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ আবদুল হামিদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ২৩ আশ্বিন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
০৮ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মোহাম্মদ শহিদুল হক
সচিব
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd